40

তারেক কাগজ

তারিখ FEB 1 4 1999
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

ভাষা-অজানা

স্নাতক-পূর্ব বৃত্তি

'স্নাতকোত্তর' পর্যায়ে সরকারি বৃত্তির পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগে সরকারি বৃত্তি, বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি কিংবা কোনো বৃত্তিদাতা প্রতিষ্ঠান বা ফাউন্ডেশনের বৃত্তি সংগ্রহ করা সম্ভব হলেও 'স্নাতকপূর্ব' পর্যায়ে বৃত্তির সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত এবং তা পাওয়ার সম্ভাবনাও ক্ষীণ। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে এ সুযোগও নেই। তাই 'স্নাতকপূর্ব' পর্যায়ে যারা দেশের বাইরে পড়াশোনা করতে যায় তাদের সিংহ ভাগই ব্যক্তিগত খরচে যায়। কিন্তু অনেকেই আছেন যারা ব্যক্তিগত খরচে যেতে পারবেন না অথচ তাদের রয়েছে উচ্চতর পড়াশোনার জন্য প্রয়োজনীয় মেধা ও মনন। তাই এসব মেধাবীদের একেবারে হতাশ বা নিরুৎসাহিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক চুক্তির অধীনে ও অন্যান্য কারণে আমাদের দেশের সরকারের মাধ্যমে সরকারি পর্যায়ে বৃত্তি প্রদান করে থাকে। যার নির্বাচনের মাপকাঠি শিক্ষাগত যোগ্যতা। জাপান, গণপ্রজাতন্ত্রী চীন, রাশিয়া, গ্রিস, মিসর, তুরস্ক, ভারত, পাকিস্তানসহ প্রভৃতি দেশ চিকিৎসাবিজ্ঞান, প্রকৌশল, কৃষি, কম্পিউটারবিজ্ঞানসহ বিজ্ঞান, কলা ও বাণিজ্য শাখার বিভিন্ন বিষয়ে 'সরকারি বৃত্তি' প্রদান করে আসছে। তবে এই সকল বৃত্তির সংখ্যা আমাদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল বলে বৃত্তিপ্রাপ্তিতে আগ্রহীদের এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় উচ্চনম্বর প্রাপ্ত হতে হবে। বিভিন্ন দেশের সরকারি বৃত্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক (বাংলা, ইংরেজি)-এ প্রকাশিত হয়ে থাকে। এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিগুলো সাধারণত এপ্রিল-মে মাস হতে প্রকাশিত হতে থাকে। বিজ্ঞপ্তিতে নির্দিষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন আগ্রহী প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র (এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার সনদপত্র, মার্কশিট, অভিভাবকের সম্মতিপত্র) চাওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে চূড়ান্ত প্রার্থী নির্বাচন কোনো সময় শুধু প্রার্থীদের এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। আবার কোনো সময় আগ্রহী প্রার্থীদের মধ্য থেকে এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষাতে অধিক নম্বরপ্রাপ্তদের বাছাই করে পরীক্ষা নিয়ে চূড়ান্তভাবে প্রার্থী নির্বাচন হয়ে থাকে। 'স্নাতকপূর্ব' পর্যায়ে সরকারি বৃত্তি ছাড়াও ইউনেস্কো (UNESCO) ফেলোশিপ প্রোগ্রামের আওতায় ইউনেস্কোর সদস্যভুক্ত বিভিন্ন দেশের পৃষ্ঠপোষকতায় একাধিক বৃত্তি প্রদান করা হয়। বিগত বছরগুলোতে চেকস্লাভিয়া, চীনসহ বিভিন্ন দেশের পৃষ্ঠপোষকতায় এ ধরনের বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। ইউনেস্কো ফেলোশিপের আওতাধীন এইসব বৃত্তির বিজ্ঞপ্তি বিভিন্ন ইংরেজি-বাংলা জাতীয় দৈনিক বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন (১নং এশিয়ান হাইওয়ে, পলাশী, নীলক্ষেত, ঢাকা) কর্তৃক প্রকাশিত হয়ে থাকে। ওখান থেকে প্রতিটি বৃত্তির জন্য নির্ধারিত ফরম সংগ্রহ করে যথাযথভাবে পূরণপূর্বক অন্যান্য কাগজপত্রসহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা দিতে হয়।

তাই স্নাতক পর্যায়ে বৃত্তিপ্রাপ্তিতে আগ্রহীরা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (S.S.C & H.S.C-এর মার্কশিট ও সনদপত্র, জন্ম সনদপত্র প্রভৃতি) ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়ে রাখুন এবং বিভিন্ন ইংরেজি-বাংলা জাতীয় দৈনিকগুলো সময়মতো ভালো করে দেখতে থাকুন। আর হ্যাঁ, বৃত্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তির সবগুলো সব সময় সবার দৃষ্টিগোচরীভূত হয় না বলে আপনি যতো বেশি আবেদন করবেন (বিভিন্ন বৃত্তির প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির বিপরীতে) বৃত্তি প্রাপ্তির সম্ভাবনা আপনার ততো বেশি থাকবে।

❑ অনবদ্য ফয়সাল